৭.“বিরহের বিস্তৃত বিলাপ“

সকরুন মম অশ্রুঝরে সতত তব প্রতি

মনে পড়ে আজও সেই সে ফ্লাগুন বিদায় স্মৃতি।

বলেছিলে যবে তুমি প্রণয় কথোপকতন

ঘন বরষে তাই জেগে উঠেছে মোর মন।

মেঘের শুভ্র স্তরে সারানিশি ঘুরে ফিরে

বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে ঐ কাননের ফুল-পল্লবের পরে।

হবে বুঝি ক্ষনিক দেখা ঐ যে দেখা যায় ক্ষীন রেখা

মরমের পরশ পেতে চায় এ প্রাণ যায় নাকো ধরে রাখা।

সখে-সখারীতে এ ধরায় এই তো বুঝি রীতি

চলে যায় অনাগত গোপন পথে রেখে যায় কিছু স্মৃতি।

বিজন বনে ডাকিছে কুয়েলিয়া কূহু কূহু রবে

শূন্য হৃদয় চিত্তে দেখেছি তব মিলন স্বপ্ন ফাগুন বিদায় উৎসবে।

আরতি বেজেছে আজি তব মন মন্দিরে

ঝরা পল্লব নেই গো আজি তোমার উৎসবে ভীড়ে।

মিনতী রইলো গো কভু ভুলে দুঃখ দিয়ে থাকি তব ফুলে

লভিনু তোমার সঙ্গ কভু ভুলে যেও তা ভুলে।

লভিলাম কেবলি কংলক বঞ্চনা যদি পারতো মোরে করো ক্ষমা

মিলেছিলাম দু’জন কবে ফুটেছিল সে রাতে প্রেম মিলন সুখ চন্দ্রিমা।

আঁখি আজো মোর ছল ছল সজল জল লয়ে

মোর হিয়া কাঁদে তাই শত-স্মৃতির নিলয়ে।

বিদায়!প্রিয়া বিদায়! পান্ডুর হয়ে এলো রাত্রি

মজিনু কেবলি তব স্বপ্নে হয়ে ঝরা পল্লব যাত্রী।

নিঃশ্বাসে নিভে এলো দীপ তোমার প্রতীক্ষা মগ্নে

শুন্য হৃদয় কাঁদে অবিরল আজি এ বিদায় লগ্নে।